সমকাল

তারিখ ··· 10 FEB 2016 ···
পৃষ্ঠা ··· ৬ ··· কলাম ··· ২ ······

কীভাবে অধ্যাপক পদ মিলবে?

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সালমা আখতার

সাবেক পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন তথা অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থান এক ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, যা এখন পর্যন্ত সুরাহার পর্যায়ে পৌছেনি। তা ছাড়া সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সাধারণ জনমনেও প্রশ্ন উঠেছে– বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কেন পদমর্যাদা ও বেতন কাঠামোতে সচিবদের সমতুল্য হবেন? কেন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকরা বেতন কাঠামোর সর্বোচ্চ ধাপে উন্নীত হবেন? আমার প্রশ্ন– কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নতুন বেতন স্কেলে এসে বৈষম্যের শিকার হবেন? কোন অজানা কারণে তারা অবমূল্যায়িত হবেন, যা সপ্তম বেতন কাঠামোতে করা হয়নি? জনপ্রশাসনের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত যারা তারা কেন ভুলে যান– তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অধ্যাপকদের কাছেই পড়ালেখা করেছেন এবং তারাই আজ তাদের অধ্যাপকদের অবমূল্যায়ন করছেন? প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সর্বোচ্চ পদে পদোন্নতি পেতে সচিবদের যেখানে অন্ততপক্ষে ২০ বছর সময় লাগে, সেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাত্র ১২ বছর চাকরি করেই অধ্যাপক হয়ে যেতে পারেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগের শর্তাবলি, পদোন্নতি, তাদের কার্যসময়, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে ইস্যু তোলা হচ্ছে, প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং এক ধরনের অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর অবস্থা তৈরি হয়েছে। পত্রপত্রিকা ও টকশোতে উপস্থাপন করা বক্তব্য ও দর্শক-শ্রোতাদের প্রশ্ন এর উদাহরণ। সাম্প্রতিক এক টকশোতে এক দর্শক-শ্রোতা প্রশ্ন করেছিলেন, "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক ৩ বছর পেরোলেই 'সহকারী অধ্যাপক', ৬ বছর চাকরি শেষে 'সহযোগী অধ্যাপক' এবং ১২ বছর চাকরি শেষে 'অধ্যাপক' হয়ে যান।" অনেকেই এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন। আসলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও পদোন্নতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্নতা সম্পর্কে জনমনে অস্বচ্ছ ধারণা কেন– তা দূর করার উদ্দেশ্যেই এ লেখার অবতারণা!

বাংলাদেশে শিক্ষকদের জন্য কোনো আলাদা তথা স্বতন্ত্র পে কমিশন নেই। সর্বসাধারণের তথা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য যেভাবে বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয়, সর্বস্তরের শিক্ষকরাও অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যান্য স্তরের শিক্ষকদের মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও তা মেনে নিয়ে থাকেন। সপ্তম বেতন কাঠামো পর্যন্ত এই ধারা বজায় ছিল, যদিও অনেক দিন যাবৎ শিক্ষকদের জন্য আলাদা পে কমিশন গঠন ও স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রস্তাবনার দাবি তোলা হয়েছিল। অষ্টম বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন করতে এসে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক তথা অধ্যাপকদের এক ধরনের বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তার যৌক্তিকতা তুলে ধরতে নিয়োগ শর্তাবলি, চাকরিকালীন মেয়াদ ইত্যাদি নিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন তুলে ধরে সমঝোতার বিষয়টিকে জটিল ও দ্বন্দ্বপূর্ণ করে তোলার প্রয়াস রয়েছে। অথচ এ কথা আমরা সবাই জানি, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা সর্বোত্তমই হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া ও জ্ঞান সঞ্চালন করতে যে উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের দরকার, তা জনপ্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রের কার্যাবলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও উচ্চমার্গের। এ তো কেবল জ্ঞান সঞ্চালনের ক্ষেত্রে; কিন্তু জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান সৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো কাঠামো তথা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানবসম্পদ তৈরি করা ছাড়াও

দেশের মানবপুঁজি তৈরি করে থাকে, যারাই পরবর্তীকালে সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন দিক পরিচালনা করে থাকেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ ও পদোন্নতি পেয়ে থাকেন তাদের মেধা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা অবশ্যই উন্নতমানের হয়ে থাকে এবং উন্নতমানের হতে বাধ্যবাধকতা থাকে, যাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি হয়ে থাকে। এক. বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন পদে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে নতুন করে নিয়োগ প্রদান; দুই. বিভিন্ন শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময় শেষে উচ্চতর পদ উন্নীতকরণ। একে Re-structuring বলা হলেও শর্তাবলি ও নির্বাচন প্রক্রিয়া বেশ rigorous. সরাসরি নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন উচ্চমান ও ক্ষমতাসম্পন্ন সিলেকশন বোর্ড কাজ করে থাকে, Re-structuring-এর মাধ্যমে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত পূরণসাপেক্ষে উচ্চমানের সিলেকশন বোর্ডের সব সদস্যের সুপারিশক্রমেই পদোন্নতি ঘটে থাকে। Re-structuring-এ নিজের পদ নিয়েই উচ্চ পদে যেতে হয়; নতুন কোনো পদ সৃষ্টি করা হয় না।

বিজ্ঞাপিত পদের শর্তাবলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। ফলে সে ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির অবকাশ কম বলে আলোচনায় তা আনা হলো না। Re-structuring-এর মাধ্যমে পদোন্নতির শর্তাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– ক. প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক হতে প্রভাষক পদে ন্যূনতম ৪ বছর চাকরির মেয়াদ ও স্বীকৃত গবেষণা জার্নালে ৩টি প্রকাশনা অথবা বই প্রকাশ প্রয়োজন। পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে এ শর্ত কিছুটা নমনীয়। খ. সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ১৪ বছরের চাকরির মেয়াদ; তার মধ্যে ৭ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কার্যকাল, ৭টি মৌলিক গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ অথবা ডিগ্রি পর্যায়ের বই প্রকাশ। এর মধ্যে ৫টি প্রকাশনা সহকারী অধ্যাপক পদে কার্যকালে থাকতে হবে। পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের মোট কার্যকাল ৭ বছর। তার মধ্যে সহকারী অধ্যাপক পদে ৫ বছরের কার্যকালের মেয়াদ থাকতে হবে। এমফিল ডিগ্রিধারীদের সর্বমোট ১০ বছরের সক্রিয় কার্যকাল। তার মধ্যে ৬ বছর সহকারী অধ্যাপক পদে কার্যরত থাকতে হবে। মৌলিক গবেষণামূলক প্রকাশনা কিংবা বই প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো নমনীয়তা নেই। গ. সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে উন্নীতকরণ : এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মোট ২৫ বছরের কর্মঅভিজ্ঞতা থাকতে হয়। তার মধ্যে ১০ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত থাকতে হয়। পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সর্বমোট ১২ বছরের সক্রিয় কার্যকাল, যার মধ্যে ৬ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করতে হয়। এমফিল ডিগ্রিধারীদের সর্বমোট কার্যকাল ২০ বছর, যার মধ্যে ৭ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কার্যরত থাকতে হয়। ন্যূনপক্ষে ১৫টি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ-রচনা প্রকাশনা, গবেষণামূলক বই লেখা ও প্রকাশনা অত্যাবশ্যক। ১৫টি মৌলিক প্রকাশনার মধ্যে ৭টি সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত অবস্থায় করতে হয়।

বাধ্যতামূলক এসব শর্ত ছাড়াও অনেক বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষককে বিভিন্ন উচ্চ পদে যেতে হলে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফল, কর্মঅভিজ্ঞতার মেয়াদ, গবেষণা, গবেষণামূলক প্রকাশনা, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, কনফারেন্সে তথ্যপত্র উপস্থাপন, তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে অংশগ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান ইত্যাদি বৈতরণী পার হতে ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হয়। ফলে প্রচলিত ধারণা– নির্দিষ্ট সময় পেরোলেই উচ্চ পদে সমাসীন হওয়া যায়; তা একেবারেই ভ্রান্ত। তাই কেবল ১২ বছর পেরোলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক অধ্যাপক হতে পারেন না। অধ্যাপক হতে হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জনসহ মৌলিক গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক ছাড়া অন্যদের ২০-২৫ বছর ধরে একজন অধ্যাপক হওয়ার জন্য জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন, গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। যোগ্যতার বৈতরণী পার হতে হলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ডের বাছাই প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়।

তাই আজ যে প্রশ্ন উঠেছে– বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপকরা সিনিয়র স্কেল পাওয়ার দাবি করতে পারেন না, তা কতখানি যুক্তিসঙ্গত? বরং প্রশ্ন করা যেতে পারে– জনপ্রশাসনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষকদের তুলনা কেন করা হচ্ছে? দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারা ও চরিত্রের সংগঠন। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলিকে স্বীকৃতি দিয়ে স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো ও মর্য